R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
৭ম/৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই/২১শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২২শে জুন/৬ জুলাই, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

কারচুপির অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন'-এর দাবি

ধুলিয়ান, ৬ জুলাই— সর্বনাশা গঙ্গার ভাঙনে ধুলিয়ানবাসীরা আজ অনেকেই নিরাশ্রয়। কত লোক যে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে - যার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বহু কাঠ-খড় পোড়ানোর পর বিগত কংগ্রেস সরকার ভাঙন প্রতিরোধের যখন 'সামান্য' ব্যবস্থা করলেন, তখন স্থানীয় ও বহিরাগত কিছু ঠিকাদারের চক্রান্তে ও কংগ্রেসের দু'একজন মন্ত্রী, নেতা ও সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় ভাঙন রোধ প্রকল্প ব্যর্থ হল। সেই সময় প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে বলে সরকারের ঘরে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই সমস্ত অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন সি বি আইকে। কিন্তু জনসাধারণ তদন্তের ফলাফল এখনও জানতে পারেননি। তাই তাঁরা 'কারচুপির অভিযোগ' তদন্তের জন্য একটি 'তদন্ত কমিটি' গঠনের দাবিতে ক্রমশঃ সোচ্চার হচ্ছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ভাঙন রোধের টাকা নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন ফরাক্কা-সামসেরগঞ্জ থানা আর এস পি সম্পাদক নন্দলাল সরকার। তিনি জানিয়েছেন, একটি ঠিকাদারী সংস্থার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ তাঁর কাছে আসে তাতে তিনি জানতে পারেন যে, ৫০০০ তার জাল বোল্ডারের জায়গায় মাত্র ১৭০০ তার জাল বোল্ডার গঙ্গাগর্ভে ফেলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে। তিনি আরো জানান যে, দুর্নীতির ব্যাপারে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার একজন সদস্যের কাছে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু পূর্বতন সরকার এর কোন তদন্ত করেননি। উপরন্তু, নন্দদুলালবাবু দাবি করেন, জরুরী অবস্থার সময় ভাঙন রোধ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত দাবি করায় তাঁকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

গৃহ থেকেও গৃহহীন হাসপাতাল

ফরাক্কা, ৬ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের অভিনব প্রচেষ্টার অত্যাধুনিক সংস্করণ দেখার যদি কারুর সাধ থাকে চলে আসুন ফরাক্কা। ফরাক্কা সেতুবাঁধও দেখা হবে, ফাউ হিসেবে বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালটিও দেখতে যেন কোন পর্য্যটক ভুল না করেন। পথের নিশানা—৩৪নং জাতীয় সড়কের অনতিদূরে। পূর্বতন এল-সি-টি ঘাটেরও নিকটবর্তী। ফরাক্কা আসার পথে 'চিনিতে নারিবে তারে লোকে যদি নাহি দেয় বলে'। আকাশে মেঘের সঞ্চার হলে, অবশ্য জলভরা মেঘ, বেশ কিছু ছাতা মজুত করতে হয়। যেই বৃষ্টি শুরু, খড়ের চালার হাসপাতালের অভ্যন্তরে ছাতা ফুটিয়ে মাথায় ধরার দৃশ্য আরম্ভ। ওষুধ ঘরেও ছাতা। ছাতা নেই কোথায়? ডাক্তারহীন, ওষুধহীন, গৃহ থেকেও গৃহহীন হাসপাতাল এক অভিনব সংস্করণ স্বাস্থ্য বিভাগের। আবার আবাসিক। রসুইখানা 'ভূতলে লুটায়'।

গলিত মৃতদেহ উদ্ধার, পিতা-পুত্র গ্রেপ্তার

ফরাক্কা, ৫ জুলাই—সম্প্রতি ফরাক্কার পুলিশ একটি জলাশয়ে প্রাপ্ত মৃতদেহকে কেন্দ্র করে পলাশী গ্রামের পিতা পুত্রকে গ্রেফতার করেছে। সম্পর্কে মৃতের পিসতুতো দাদা এবং ভাইপো। আরো দু'জনের সন্ধানে পুলিশ তৎপর। তারা হলো ভাই আর ভাগনে মৃতের।

ফরাক্কা গ্রামের লাগোয়া পলাশী গ্রামের ক্ষীরোদচন্দ্র মিশ্র কিছুদিন ধরে বে-পাত্তা। ভদ্রলোক শিবুঠাকুর নামেই সমধিক পরিচিত। জানা যায়, এক চক্রান্তের জাল আগে থেকেই বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি শিবুঠাকুর বে-পাত্তা। বেশ কিছুদিন পরে মৃতের এক ছেলেই খোঁজ পায় ভাসমান গলিত মৃতদেহের এক জলাশয়ে। মৃতদেহ বিছানা দিয়ে জড়ান, ধুতি দিয়ে বাঁধা। গলায় গামছার ফাঁস। ছেলেটি পুলিশে খবর দিলে পুলিশ উদ্ধার করে। ছেলেটি মৃতদেহটিকে তার বাবার বলে সনাক্ত করে।

এ কালের পরশুরাম

ধুলিয়ান, ২৯ জুন—পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, সামসেরগঞ্জ থানার রতনপুর গ্রামের মোজাফ্ফর সেখ নামে জনৈক যুবক হাঁসুয়ার কোপে তার নিজের মা আলতাব বিবিকে (৫০) হত্যা করেছে। বর্তমানে যুবকটি পলাতক। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, হত্যাকারী যুবকের সঙ্গে স্ত্রীর কিছু'দন থেকে বনিবনা হচ্ছিল না, তাই সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঘটনার দিন যুবক তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার বাসনা মাকে জানালে মা আপত্তি জানান। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁসুয়া দিয়ে তার মাকে খুন করে।

পিটিয়ে হত্যা : পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত অপর এক সংবাদে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ থানার ইছাখালি গ্রামে চুরি করতে এসে এক চোর জনতার হাতে ধরা পড়লে গণপ্রহারে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

যে দু'জন মন্ত্রী হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় এবার মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে দু'জনকে নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন আর এস পির জেলা সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন সি পি এম-এর আবদুল বারি। দেবব্রতবাবুকে দেওয়া হয়েছে কারা এবং পঞ্চায়েৎ বিভাগের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্বভার। শিক্ষা জীবনে কৃতি ও মেধাবী ছাত্র দেবব্রতবাবু জেলাবাসীর কাছে রাজনৈতিক জীবনে দেবুবাবু নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং অকৃতদার। বহুদিন থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

ডোমকল থেকে নির্ব্বাচিত সি পি এম-এর আবদুল বারি পেয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বভার। তিনি ডোমকল ভবতারণ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বারি মাষ্টার নামে পরিচিত। তিনি বহু বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং সি পি এম-এর একজন সুপরিচিত নেতা। তিনি ইতিপূর্বে একবার বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া. ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪/২১ আষাঢ় বুধবার, সন '৮৪ সাল।

'জনতা আণ্ডারওয়্যার'

বর্তমান সপ্তাহের আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামটি ধার করা। এই নামে আমাদের পত্রিকায় গত সপ্তাহে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংবাদে জানা যায় যে, বিগত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে জনতা দলের পরাজয়ের পর দলের একটি পতাকা কাটিয়া আণ্ডারওয়্যার তৈয়ারী করিবার জন্য নাকি দরজীর দোকানে দেওয়া হয়। জনতা দলের সমর্থকেরা তৈয়ারী আণ্ডারওয়্যার দেখিতে পাইয়া দরজীকে জবাবদিহি করিতে বলায় তিনি উক্ত আণ্ডারওয়্যারের মালিকের নাম করেন। আমাদের পত্রিকার সংবাদদাতা এই কেন্দ্রের পরাজিত জনতা প্রার্থীর সহিত সাক্ষাৎকারে জানিতে পারেন যে, জনৈক গুণ্ডা নাকি সেই আণ্ডারওয়্যারের মালিক। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জঙ্গিপুর শহরে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

যে কোন স্বাধীন দেশের যে কোন শ্রেণীর নাগরিক—তিনি গুণ্ডাই হোন, আর সমাজ-হিতকারী ব্যক্তি হোন, স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষীয় রাজনৈতিক দলের পতাকা লইয়া এই ধরণের অসভ্য মনোভাবের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইবেন সন্দেহ নাই। ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই তাঁহারা স্বদলীয় পতাকাতলে সমবেত হইয়া সেই বিশ্বাস বা আদর্শানুগ হইয়া কাজ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু মতাদর্শের পার্থক্য একজনকে অপর দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের পবিত্র স্মারক পতাকাকে অবমাননা করিতে প্ররোচিত করিবে, ইহা ভাবা যায় না। আর নিজের দলের লোক দলীয় পতাকার লাঞ্ছনা করিতে পারে, তাহাও ভাবা যায় না। উল্লিখিত ঘটনায় পতাকা দিয়া পুরুষের অন্তর্বাস তৈয়ারীর যে বিকৃত এবং জঘন্য মানসিক রুচির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা সুস্থ নাগরিকতার লক্ষণ নহে।

নির্বাচনে কোন দলের প্রার্থী জয়ী হইবেন এবং অপরাপর দলের প্রার্থীরা পরাজয় বরণ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। নির্বাচনের পূর্বে নির্ব্বাচনী প্রচারের জন্য প্রত্যেক দলই পতাকা, ফেস্টুন ইত্যাদি ব্যবহার করেন। নির্ব্বাচন-অন্তে সেগুলি মহকুমা বা জেলা কার্যালয়ে জমা পড়া উচিত। কেননা গণতান্ত্রিক এই দেশে নির্ব্বাচন-অন্তে পরাজিত দলগুলির 'হংস সংগীত' নিশ্চয়ই শ্রুত হয় না। তাহা হইলে এই কেন্দ্রে জনতা দলের পরাজয়ের পর ঐ দলের পতাকা গুণ্ডা অথবা ভাল মানুষের অধিকারে কি প্রকারে যায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আরও বুঝিতে অক্ষম যে, যাহারা মনেপ্রাণে দলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়, কোনরূপ যাচাই না করিয়াই সেই সব ভেকধারীদের উপর দলের কাজকর্ম ন্যস্ত করিয়া জনগণের চোখে ধূলা দেওয়া কেন। সে কি রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভের এক অসুস্থ মানসিকতা?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শেষ বাঙালী

গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠের জঙ্গীপুর সংবাদে প্রকাশিত শ্রীবরুণ রায়ের লেখা 'আমার দেখা শেষ বাঙালী'-তে কিছু ভাষা ও তথ্যগত অসংগতি চোখে পড়লো। ১) রচনাটির প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশে 'প্রক্ষিপ্ত' শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্য বুঝতে না পারায় (ইংরাজী আনার মোহ.....প্রক্ষিপ্ত) বরং ঐ শব্দটিকেই রচনার মধ্যে অহেতুক প্রক্ষিপ্ত মনে হয়েছে। ২) সদ্য-প্রয়াত আচার্য সুনীতিকুমারের কলকাতার বাসভবনকে 'সুধন্যা'রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে—আসল নামটি কিন্তু 'সুধর্মা'। ৩) লেখার শেষাংশে বরুণবাবু বলেছেন—'..... বাংলাদেশ বাঙালীশূন্য হল'--আবার একই সঙ্গে বলেছেন 'আর একজনই রইলেন আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার'। আচার্য মজুমদার ছাড়া আর কেউ থাকলেন কি না এ প্রশ্ন না তুললেও প্রশ্ন থেকে যায়--একজন থাকলেও 'বাঙালীশূন্য' শব্দটি কি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়েছে? আর রচনার শিরোনাম 'আমার দেখা শেষ বাঙালী' ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য হলেও সামগ্রিক ব্যঞ্জনার লক্ষ্যার্থে তাও কি অতিরঞ্জনের অসংগতিতে ত্রুটিপূর্ণ নয়?—জনৈক পাঠক।

চারজন জুয়ারী ধৃত

জঙ্গিপুর, ৩০ জুন—সম্প্রতি জঙ্গিপুর শহরের বাবুবাজার পল্লীর একটি দোতালা বাড়ীতে হানা দিয়ে পুলিশ চারজন জুয়ারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

অরণ্যচারীর সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম

শ্রীবরুণ রায়

৩০শে জুন, ১৮৫৫ সাল। দামিন খোর (বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা) ভাগনাডিহি গ্রামের আকাশ প্রকম্পিত করে তুলল হাজার হাজার মাদল ও শিঙ্গা। তীরধনু, তরোয়াল, কুঠার হাতে হাজার হাজার অরণ্যচারী সাঁওতাল জমায়েত হয়েছে তাদের প্রিয়নেতা সিধু ও কানুর নেতৃত্বে অত্যাচারী বেনিয়া ইংরেজ শাসক ও তাদের সহযোগীদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে। একমাস ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাদের এই সংগ্রামের বার্ত্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছে সিধু কানুর পাঠানো শালপাতার থালাতে সিদ্ধ চাল, তেল আর সিঁদুরের সংকেত। লাঠির সঙ্গে গরু বেঁধে গলায় ঘণ্টা, কুলো আর পুরোনো ঝাঁটা বেঁধে গ্রামে গ্রামে মাদল বাজিয়ে নেচে তারা আদিম রক্তে জোয়ার ডাকিয়েছে।

'হুল হুল' বলে এগিয়ে চলল সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামীর দল। মহেশপুর লুট হ'ল, মারানপুর লুট হল, নারাণপুর লুট হল। পন্‌টেট সাহেবের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ইংরেজকে চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি বইতে হল। ১৬ই জুলাই সাঁওতালরা সার্জেন্ট মেজর ও আরও পঁচিশ জনকে হত্যা করল।

আগষ্ট মাসের শেষে ইংরেজ সৈন্য এসে ভাগলপুর থেকে সাঁওতালদের বিতাড়িত করল, কিন্তু সংগ্রামপুরে ইংরেজরা হেরে গেল। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট টুগুড় সাহেব বহরমপুর ও রঙ্গনাথপুরের বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। বীরভূমে ত্রিশ হাজার সংগ্রামী সাঁওতাল ইংরেজ শাসনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। নিরুপায় ইংরেজ ১০ই নভেম্বর ভাগলপুর থেকে শুরু করে গোটা বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের গাঙ্গেয় এলাকায় 'মার্শাল ল' জারি করে। মেজর জেনারাল লয়েড ও ব্রিগেডিয়র জেনারেল বার্ডের নেতৃত্বাধীনে আট হাজার ইংরেজ সৈন্য এসে এখানে ঘাঁটি গাড়ল সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য। গ্রামের পর গ্রাম সাঁওতালদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হল, গ্রাম ঘেরাও করে পুরুষদের গাছে ফাঁসি লটকে দেওয়া হল। সাঁওতালদের উপর চলল অবর্ণনীয় নির্যাতন। সাঁওতাল নেতা সিধু, কানু, জামরোর, রাম, সুবাঠাকুর, মুচিয়া, কোমনা জেলে, সুন্দরা মাঝির পরিচালনায় সাঁওতালদের সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিহাস সৃষ্টি করে।

আগে কোন একটা বিশেষ এলাকায় সাঁওতালদের বসতি ছিল না। ইংরেজরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত রাজমহল এলাকাকে সুরক্ষিত করার জন্য 'দামিন ই খো' এলাকাকে ভাগ করে নতুন জেলা সাঁওতাল পরগণা সৃষ্টি করে। সাঁওতালরা দক্ষিণ দিক থেকে এসে এখানে বসবাস করতে শুরু করে। গ্রাম পত্তন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু করে। সীমান্ত এলাকার উপর ইংরেজের বিশেষ দৃষ্টি থাকার ফলে এই এলাকা অচিরে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। বাঙ্গালী বণিকেরা কলকাতা থেকে ভাগীরথী নদীর মধ্য দিয়ে জঙ্গীপুর শহরে ধান, চাল, সরষে, নুন, কাপড়, তামাক প্রভৃতি নানারকম জিনিষ আমদানি রপ্তানি করত। সাঁওতালরা প্রচুর পরিমাণে সরষের চাষ করত। নুন, কাপড় ও তামাকের বিনিময়ে মহাজনরা সাঁওতালদের কাছ থেকে সরষে নিত। সেই সরষে বিলেতে চালান যেত। জোচ্চোর মহাজনরা সাঁওতালদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের নানাভাবে ঠকাত। মহাজনরা চুটিয়ে উঁচু হারে সুদের ব্যবসা করত। সরল সাঁওতালরা দেনার দায়ে জমিজমা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেত।

জমি সাঁওতালদের প্রাণ। জমি তাদের শুধু অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত তাই নয়, জমি তাদের কাছে পূর্বপুরুষদের স্মৃতির বাহক। তারা মনে করত মৃত্যুর পর নশ্বর দেহ মাটিতে মিলিয়ে যাবে, কিন্তু এই জমিগুলিই মৃত্যুর পর পরলোকে তাদের হয়ে সাক্ষী দিবে। কাজেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার অর্থ সাঁওতাল জীবনে সমূহ সর্বনাশের সম্মুখীন হওয়া। সাঁওতালদের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনে যারা অশান্তির আগুন জেলেছে, তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে যারা ধ্বংস করছে, তাদেরকে নির্বিচারে যারা শোষণ ও লাঞ্ছনার যাঁতাকলে পিষ্ট করছে—সেই 'দিকু' অত্যাচারীদের ধ্বংস করে সাঁওতালদের অতিসাধের স্বপ্নের অরণ্যজগৎকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের অভ্যুত্থান।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ২১৯/৭০ অন্য

বাদী—প্রিয়সীবালা দাসী মৃত যতীন মাল সাং তাঁতিবিরল থানা সারগদীঘি জেলা মুর্শিদাবাদ

বনাম

বিবাদী—(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্যান্য ১৪ জন।

এতদ্দ্বারা তাঁতিবিরল গ্রামের জনসাধারণকে জানান যাঁইতেছে যে উপরোক্ত বাদী থানা সাগরদীঘির অধীন তাঁতিবিরল মৌজার রিভিসন্যাল সেটেলমেণ্টের $\frac{২৭৯}{৪৬০}$ নং দাগের ১৪ শতক ও $\frac{২৭৯}{৪৫৯}$ নং দাগের ২৪ শতক মধ্যে পশ্চিমাংশের ০২ শতক একুনে ১৬ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে যাহাতে বিবাদী পক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাদিনীর শান্তিপূর্ণ দখল ব্যবহারে কস্মিনকালেও কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারেন বা সেখান হইতে বাদিনীকে জোরপূর্ব্বক বেদখল করিতে না পারেন তদবাবৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং তাঁতিবিরল গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য পিতা মৃত রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য, কাশেম আলী মণ্ডল পিতা মৃত সেরজান মণ্ডল সাং কে ৫/৬ নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে কার্য্যভুক্ত করিয়াছেন এস্থলে উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্যদিন ১৬।৭।৭৭ তারিখে বেলা ১০॥০ সাড়ে দশটার সময় অত্রাদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা জনৈক উকিল নিয়োগে উক্ত মোকর্দ্দমায় তাহার বা তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। তদন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত মোকর্দ্দমার বিচার হইবে।

By Order of the Court,
Sd/- K K. Kar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur

বিজ্ঞপ্তি

পয়লা জুন থেকে আমার দোকানে বাড়িওয়ালা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ক্রেতাসাধারণের যে অসুবিধা হচ্ছে তার জন্য আমি দুঃখিত।

৫।৭।৭৭ শ্রীমুনালাল ভকত
খেলাঘর, রঘুনাথগঞ্জ

বিষধর সাপের উপদ্রব

সাগরদীঘি, ৫ জুলাই প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, হালফিল এই থানার মনিগ্রামে বিষধর সাপের উপদ্রব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামের দু'জনের বাড়ি থেকে দুটি বড় গোখরো সাপ বের হলে তাদের মেরে ফেলা হয়। আর একজনের বাড়ি থেকে আরো একটি গোখরো সাপ বেরোয়, তাকে মারতে পারা যায়নি। সম্প্রতি সেখপাড়ার একজনকে কেউটে সাপ এবং মালপাড়ার একজন মহিলাকে অন্য একটি সাপ দংশন করে, ২৩ জুন সর্প দংশনে একজন মারা যান।

NOTICE

Tenders are invited from the bonafide contractors for repairing & reconstruction of some works in the premises of the Teachers' Hostel of the Raghunathganj Girls' High School. Copy of the specification of works will be available from the school office on week days between 11-00 A. M. to 3 00 P. M. Tenders will be received upto 3-00 P. M. on 19-7-77. The proposed work must have to be completed with in 3 months from the date of acceptance of the tender. The authority reserves right of accepting or rejecting any or all the tenders.

Secretary,
Raghunathganj Girls' High School.
P. O. Raghunathganj,
Dist. Murshidabad.

Wanted an Lady Asstt. Teacher, B. A. with Elective or Special Bengali (preferably trained) in deputation vacancy for six months. Apply sharp to the Secretary, Raghunathganj Girls' High School with in a week.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ্ টেকনোলজী

পোঃ কাশিমবাজার রাজ, জেলা মুর্শিদাবাদ

(পঃ বঙ্গ)

১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য চতুর্থ বার্ষিক সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লাইসেন্সসিয়েট কোর্সে ভর্ত্তির জন্য আবেদনপত্র ২৫শে জুলাই, ১৯৭৭ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্কুল ফাইন্যাল, (মাধ্যমিক) বা উচ্চ মাধ্যমিক অথবা ভৌতবিজ্ঞান (পদার্থ ও রসায়নশাস্ত্র) গণিত, ইংরাজীসহ সমতুল যে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা এই বছর উপরিউক্ত যে কোন পরীক্ষায় বসিয়াছে বা উত্তীর্ণ হওয়ার আশা রাখে এমন প্রার্থীও আবেদন করিবার যোগ্য। ১-১-৭৭ তারিখে বয়স ২০ বৎসরের উর্ধ্বে হওয়া চলিবে না। তপশীল ও উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য। বিগত পরীক্ষার ফলাফল এবং মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে উপরিলিখিত শিক্ষাবর্ষের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে। ভর্ত্তির জন্য ফরম অধ্যক্ষের অফিস হইতে নিজে আসিয়া মার্কশীট বা এ্যাডমিট কার্ড দেখাইয়া যে কোন কার্যের দিন বেলা ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে লওয়া যাইতে পারে বা নিজ ঠিকানা সম্বলিত ৪০ পয়সার ডাক-টিকিটযুক্ত ২৫ সি এম×১০ সি এম মাপের খাম তৎসহ এ্যাডমিট কার্ড অথবা মার্কশীটের প্রত্যায়িত নকলসহযোগে দরখাস্ত পাঠাইলেও ফরম পাওয়া যাইবে। ছাত্রাবাসে আসন পাওয়া যাইবে।

অধ্যক্ষ

স্বাধীনতার সংগ্রাম

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সাঁওতাল লোক কবিরা তাদের এই সংগ্রামের কাহিনীকে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে অগণিত খণ্ড খণ্ড চিত্রকাব্যের মাধ্যমে। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অরণ্যচারী মানুষের এই অসম সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সাঁওতাল বিদ্রোহের কোন নির্ভর-যোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস নাই। ইংরাজ শাসকদের ডায়েরী, সরকারী গ্রন্থপঞ্জী, বিদেশীর লেখা কিছু বই এবং সেইগুলির উপর নির্ভর করে লেখা আমাদের দেশী পণ্ডিতদের আরও কিছু বই—এইমাত্র ভরসা। আর আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়ানো হাজারো সাঁওতালী লোকগাথা। যথা—

"সিধু, কেন তুমি রক্তে স্নাত ?
কানু কেন তুমি বল হুল হুল ?
আমরা আমাদেরই জনগণের
রক্তে স্নান করেছি
বণিক দস্যুরা
আমাদের ভূমি হরণ করেছে।"

বিস্মৃতি ও অবহেলায় বালু স্তূপ সরিয়ে অরণ্যচারী এই শহীদদের আত্মদানকে কি আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করব না ? অরণ্য বাংলার এই মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম কি চিরকালই লোকচক্ষের আড়ালে থেকে যাবে ?

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Wanted a Trained Arts graduate (lady) in deputation vacancy for Maldova P. K. High School. P O. Rajanagar, Murshidabad. Apply to the Secy. within a week.

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে দুইজন ট্রেইণ্ড সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট (তন্মধ্যে একজন বায়োঃ) শিক্ষক দরকার। প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে মার্কস্ সীটসহ দরখাস্ত পৌঁছান আবশ্যক।

সম্পাদক, বহুতালী হাই স্কুল
পোঃ বহুতালী (ভায়া রাজগ্রাম)
(মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে একজন শিক্ষণ-প্রাপ্ত বিজ্ঞানে স্নাতক আবশ্যক। সাতদিনের মধ্যে দরখাস্ত করুন।

সম্পাদক, তিলডাঙ্গা হাই স্কুল
পোঃ তিলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

স্বল্প সঞ্চয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ঊষা মিউচ্যুয়াল বেনিফিট সোসাইটি লিমিটেড
হেড অফিস : ৮৭ লেনিন সরণী
কলিকাতা—৭০০০১৩
ভারত সরকার কর্তৃক কোম্পানী আইনের ৬২০ এ ধারা অনুযায়ী মিউচ্যুয়াল বেনিফিট সোসাইটী হিসাবে অনুমোদিত।

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad
Phone No. 4

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।